দৈনিক বাংলা

021

তারিখ ... 11.3.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 4 ...

বই ফেরত দিতে হবে

বাংলাদেশ পরিষদ থেকে নেয়া বই ফেরত দিতে হবে। একথা বলা হয়েছে এক সাম্প্রতিক সরকারী নির্দেশে। এতে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আরও বলা হয়েছে, সরকারী নির্দেশে বাংলাদেশ পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে আত্মীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিষদ, ঢাকা কেন্দ্রের সব বই বর্তমানে শাহবাগস্থ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরিষদের বিলুপ্তির পূর্বে যেসব পরিষদ সদস্য পরিষদের ঢাকা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার থেকে বই ধার নিয়ে আজ পর্যন্ত ফেরত দেননি, তাদেরকে বর্তমানে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে শাহবাগস্থ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উপ-পরিচালকের নিকট জরিমানা ছাড়া অনতিবিলম্বে বই ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বই ফেরত দেওয়ার উপরোক্ত নির্দেশ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ পরিষদ বিলুপ্ত হওয়ার আগে এই সংস্থার লাইব্রেরী থেকে অনেক সদস্যই বই নিয়েছেন, এবং নিয়ে আর ফেরত দেননি। বাংলাদেশ পরিষদ থেকে নেয়া বইয়ের সংখ্যা কত, তা অবশ্য নির্দেশে উল্লিখিত না হলেও, সহজেই অনুমান করা চলে যে বইয়ের সংখ্যা নেহায়েৎ কম হবে না। বইয়ের সংখ্যা দু চারটি হলে নিশ্চয়ই তথা বিবরণীর মাধ্যমে এমন নির্দেশ প্রচারের প্রয়োজন হতো না। তবে বইয়ের সংখ্যা যাই হোক না কেন, কোনো সংস্থা বা পাঠাগার থেকে বই নিলে তা ফেরত দেওয়াই নিয়ম এজন্যে বারংবার তাগাদা দেওয়া কিংবা নির্দেশ প্রচারের প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কথা নয়। বই যে বা যারা নেয়, তার বা তাদেরই দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট পাঠাগারে যথাসময়ে বই ফেরত দেওয়া।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সরকারী হোক আর বেসরকারীই হোক, পাঠাগার থেকে বই নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজে ও সময়মতো তা ফেরত দেওয়া হয় না, বার বার তাগাদা দিয়েও বই মেলে না। সংশ্লিষ্ট সদস্য ও পাঠকদের এক ধরনের দায়িত্বহীনতা, মানসিক আলস্য গড়িমসি ইত্যাদিই এর পেছনে কাজ করে। অনেকের মনে আবার বই মেরে দেওয়ার অর্থাৎ সাধারণের সম্পত্তি নিজে কব্জা করে নেওয়ার দুরভিসন্ধিও থাকে, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা কারসাজিও করা হয়। স্বার্থ-প্রণোদিত হওয়ার কারণে তারা এই সত্য ভুলে যায় যে, পাঠাগারের বই জনসাধারণের সম্পত্তি এবং সবাই যাতে প্রয়োজনেও বিভিন্নভাবে বই পড়তে জ্ঞান আহরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা কাজে লাগাতে পারে, সেজন্যেই পাবলিক লাইব্রেরী তথা সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবে এবং সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণেও তাদের পক্ষে ইচ্ছামত বই পত্র কেনা, এবং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগারের সংখ্যা এ কারণেই আমাদের দেশে খুবই কম। এদিক থেকেও পাবলিক লাইব্রেরী তথা গণপাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম, বিভিন্ন বই-পত্র পড়তে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা আরও কম। আর জনসংখ্যা এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যার অনুপাতের দিক থেকে দেখতে গেলে পাঠাগারের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। শহরাঞ্চলে পাঠাগার—বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরী কিছু কিছু থাকলেও, মফঃস্বল এলাকায় তথা গ্রামাঞ্চলে পাঠাগার নেই বললেই চলে। ব্যক্তিগত কিংবা সমবায়ী উদ্যোগে, অনেক সংস্থার সহযোগিতায় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশে পাঠাগার গড়ে না ওঠে, এমন নয়। কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ পাঠাগারও নানা কারণে বিশেষ করে বইপত্রাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের সুব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বই-পত্র পড়ার জন্যে নিয়ে ফেরত না দেওয়ার অভ্যাস সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক বলে পাঠাগারের আলমারী দীন অবস্থায় থাকে, অনেক প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান বই-পত্রই পাওয়া যায় না। পাঠাগার যদি কোনো সরকারী সংস্থার কিংবা সরকারী অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেই পাঠাগারের বই-পত্র ফেরত না দেয়ার ব্যাপারটা বেশি লক্ষ্য করা যায়। 'সরকারী মাল দরিয়ামে ঢাল' কিংবা 'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন'—কথাটা এখানেও অনেকটা কাজ করে।

পাঠাগার সরকারীই হোক, সেখান থেকে বইপত্র এনে ফেরত না দেয়ার অর্থ শুধু সেসব বই কব্জা করা এবং নষ্ট হতে দেয়াই নয়, পাঠকদেরও বই পড়া ও জ্ঞান আহরণের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। আমাদের দেশের সব পাঠাগারই সুসমৃদ্ধ, এমন কথা বলা যাবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগারে তো নয়ই, এমনকি অনেক বড় পাঠাগারেও সব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বই মেলে না। দেশী-বিদেশী বই প্রচুর সংখ্যায় রাখতে হলে বিপুল অর্থ এবং ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দরকার। অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব এবং সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণেই চাহিদা মতো বই মেলে না। বই সংগ্রহ করার চেয়ে সংরক্ষণ করা যে আরও কঠিন তা জানা কথা। বই-পত্রের সংখ্যা যেখানে সীমিত, সেখানে বই নিয়ে সময়মতো ফেরত না দিলে, অন্য পাঠকদের জন্যেই সমস্যা সৃষ্টি করা হয়, তারা বঞ্চিত হয় পাঠের সুযোগ থেকে। আর বই-পত্র নিয়ে কখনো ফেরত না দিলে শুধু পাঠকরাই নয়, পাঠাগার এবং পরিণামে দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশ-বিদেশের বই পত্রে শুধু জ্ঞানবিকাশের কথা এবং সাহিত্য পাঠের আনন্দের উপকরণই থাকে না, বই-পত্র দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যেরও আকর, জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার। জ্ঞান-আহরণ এবং শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজনে যেমন, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার, গবেষণা পরিচালনা ও তার ভিত্তিতে নতুন ইতিহাস রচনার জন্যও বই-পত্র দরকার। প্রয়োজন পুরানো দলিল-দস্তাবেজ।

বই পড়তে নিয়ে ফেরত না দেওয়ার কারণে এবং দায়িত্ববোধের অভাব ও অবহেলার দরুণ যদি পাঠাগারের বই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, প্রয়োজনে পাঠাগারে তা না মেলে, এবং গ্রন্থশালা দীন কিংবা শূন্য হয়ে যায়, তাহলে নানাদিক থেকেই বিরাট ক্ষতি। সুতরাং আমাদের যেমন সারা দেশে পাঠাগারের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তেমনি সেসব যাতে বই-পত্রে সুসমৃদ্ধ থাকে, সে ব্যবস্থাও নিতে হবে। 'কাজীর গরু খাতায় আছে, গোয়ালে নেই' অবস্থা যদি পাঠাগারের হয়, তাহলে সেই পাঠাগারের কোনো প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব থাকে না, তা না থাকার শামিল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আশা করবো, বাংলাদেশ পরিষদ থেকে যারা বই নিয়েছেন, তারা তা ফেরত দেবেন। দেশের অন্যান্য পাঠাগার থেকে যারা বই-পত্র নিয়েছেন, এবং নেবেন, তাদের প্রতি আমাদের একই কথা। গ্রন্থানুরাগী প্রতিটি ব্যক্তিকেই এ ব্যাপারে সচেতন ও দায়িত্ববান হতে হবে। সুলভ বই-পত্র তো বটেই দুর্লভ বই-পত্রও যাতে পাঠাগারে মওজুদ থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

—নাগরিক